



# পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর  
প্রশাসনিক ভবন

টেলিফোন: ০৮৮২৫৮৮৮৪৪৯৮১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৪/০৯/২০২৪

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন  
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি এ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের  
অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল-আওয়াল

(২৪/০৯/২-২৪): পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি এ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল আওয়াল। গত সোমবার মহামান্য আচার্য আগামী চার বছরের জন্য তাঁকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন।

**সংক্ষিপ্ত জীবনী:** আন্তর্জাতিক গবেষক অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল-আওয়াল পিএইচডি অর্জন করেছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ, ইউকে থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে (সেল সিগন্যালিং এবং প্রোটিন বায়োকেমিস্ট্রি)। কেমব্রিজে আসার আগে তিনি ক্যাথোলিক ইউনিভার্সিটি, লিউভেন, বেলজিয়াম থেকে মলিকুলার বায়োলজিতে মাস্টার্স এবং বি.এসসি. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ থেকে বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক সম্পন্ন করেন। তিনি ইউ.সি. বার্কলি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুই বছরে পোস্টডক করেন এবং পরে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গेटস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত অ্যালিস (জিন) মাইনিং প্রকল্পে কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ-তে দুই বছরের জন্য গবেষক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এই প্রকল্পের খরা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার শাখার প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন এবং আফ্রিকান অঞ্চল জুড়ে দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফ্রিকান অঞ্চলগুলোর জন্য সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদির মতো বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি ইউসি বার্কলি, ইউএসএ আয়োজিত বিহারস এনভায়রনমেন্টাল লিডারশিপ প্রোগ্রামের একজন অসামান্য প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে বেস্ট অ্যালামনাই নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুদান পান এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় চিংড়ি চাষীদের জন্য ম্যানগ্রোভ গাছের প্রজাতির উপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জার্নাল ও কনফারেন্স পেপার এবং ম্যানুয়াল বই রয়েছে। গবেষণাপত্রের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে তিনি উদ্ভিদ শারীরবৃত্তবিদ্যা (ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর > ৮) এবং প্ল্যান্ট সেল (ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর > ১২) জার্নালের পর্যালোচনাকারী হিসেবে নির্বাচিত হন। উভয়ই আমেরিকান সোসাইটি অব প্ল্যান্ট বায়োলজিস্ট দ্বারা প্রকাশিত। তিনি ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন এবং ২০০৫-এ প্রভাষক হিসেবে ডিসিপ্লিনে যোগদান করেন। তিনি লাইফ সায়েন্স স্কুলের একাডেমিক কমিটির সদস্য এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ হলের সহকারী প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কাজ দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-২০৩০ অর্জনের জন্য জলবায়ু সহনশীল ফসল উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। তিনি উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ বাস্তু চিংড়ি চাষীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

শিক্ষাজীবনে অধ্যাপক ড. আব্দুল আওয়াল ফুলব্রাইট, কেমব্রিজ কমনওয়েলথ ট্রাস্ট, আইডিবি, ভিএলআইআর-ইউওএস এবং এআইবিএস ফেলোশিপের মতো বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক ড. আব্দুল আওয়ালের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, দেশে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজ গঠনের জন্য উদ্ভাবনী কাজ করা এবং বজায় রাখা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বের সাথে মিলে গণউন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে সারা দেশে বৃত্তিমূলক, কারিগরি এবং তৃতীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা অ্যাক্সেসের তাৎপর্যপূর্ণ বিস্তৃতি সক্ষম করে প্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং গুণমানের নিশ্চয়তা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বাসিন্দা।

বার্তা প্রেরক

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ ফারুক হোসেন চৌধুরী)

অতিরিক্ত পরিচালক

জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।

মোবাইল নং:-০১৭১১৯৪২২১২

[faruk\\_kantho@yahoo.com](mailto:faruk_kantho@yahoo.com)